এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
Vol. 10th Issue 22nd, Jan, 2023

সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya,
Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 10th Issue 22nd, 23rd Jan, 2023, Rs. 800/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১০ম বর্ষ ও ২২ তম সংখ্যা
২৩ জানুয়ারি, ২০২৩

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮০০ টাকা

রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ : অন্বিত সত্ত্বর [illegible]

[illegible]
সহকারী অধ্যাপক, [illegible]
খড়্গপুর কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দ-আমাদের অস্তিত্বের [illegible] স্বরূপ দুই ব্যক্তিত্ব বয়সের হিসেবে মাত্র এক বছর আট মাস পাঁচদিনের [illegible] ছিলেন। কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে উভয়ের জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা, তৎকালীন [illegible] সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে উভয়ের সচেতনতা, উভয়ের উপর নবজা[illegible] ও উভয় কর্তৃক বাংলার নবজাগরণ তরান্বিত হওয়া, ঊনবিংশ শতা[illegible] সাংস্কৃতিক ভাবের কেন্দ্রে যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, তার সাথে নরেনের [illegible] এ সবটাই সত্য, অথচ, কৈশোর- যৌবনের রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের [illegible] যোগাযোগ, আলাপ চারিতার মত সব বিষয়েই ইতিহাস কৃপন ও খাম[illegible] অভ্যস্ত। এটা অনস্বীকার্য যে, উভয়ের মনের গঠন ছিল পৃথক, দৃষ্টিভঙ্গি [illegible] বৈশ্বিক রহস্যের ব্যাখ্যা উভয়ে করতে চেয়েছেন পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতা [illegible] ভিত্তিতে। কিন্তু দিনের শেষে তাঁদের ভাবের মিলন ঘটেছে-বিবেকান[illegible] নিয়েছেন বিশ্বে আর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে এনেছেন ভারতে ; এবং এ কারণেই [illegible] খামখেয়ালিপনা অপ্রত্যাশিতই শুধু নয়, অবাঞ্ছিতও। রবীন্দ্র জীবনীকার [illegible] মুখোপাধ্যায় একটা সময় পর্যন্ত অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ বক্তব্যই প্রতি[illegible] চেয়েছিলেন যে, বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাতই হয়নি, অথবা, তুহিন [illegible] তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি' নামক গ্রন্থে (কারিগর [illegible] দেখাতে চেয়েছেন যে বিবেকানন্দ রবীন্দ্র সংগীত সম্পর্কে ইতিবাচক [illegible] দেখাননি। কিন্তু মজা হলো, যে ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচনাকারগণের [illegible] সেই ইতিহাসই তাদেরকে অভ্রান্ত বলেনি শেষ পর্যন্ত। তাই এই প্রবন্ধের [illegible] দ্বিবিধ। প্রথমত, ইতিহাস যেভাবে রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সম্পর্ককে দেখ[illegible] বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেখান থেকে সত্যাসত্য বোঝার চেষ্টা [illegible] দ্বিতীয়তঃ দর্শনগতভাবে, চিন্তক হিসেবে উভয়ের সাযুজ্যতা অনুসন্ধান করা।

সূচক শব্দ : নবজাগরণ, সামাজিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ঊনবিং[illegible] ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, বিশ্ববীক্ষা।

মূলপাঠ :

মহর্ষির পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের সূত্রে ঠাকুরবাড়িতে নরেন্দ্রনাথের যাতায়াত [illegible] তাঁরা মেট্রোপলিটন স্কুলের সহপাঠী। এমন তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে যে, দেবেন্দ্রনা[illegible]

[illegible] ধ্যানশিক্ষা দিতেন।[১] ১৮৯৩ সালে চিকাগোতে বিবেকানন্দের সাফল্যের [illegible] দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বাড়িতে অভিনন্দন বার্তা পাঠান, এমনকি, ১৮৯৯ এর ১৪ [illegible] নিবেদিতা-মহর্ষির সাক্ষাৎকারে মহর্ষি নিবেদিতার কাছে বিবেকানন্দকে দেখার [illegible] করেন। বিবেকানন্দ এ সংবাদে অত্যন্ত উৎসাহিত হন এবং দ্রুততার সাথে [illegible] স্থির করার জন্য নিবেদিতাকে বলেন। সম্পূর্ণ ঘটনা পাওয়া যাচ্ছে [illegible] লেখা নিবেদিতার ১৫ ফেব্রুয়ারীর চিঠি থেকে।[২] অন্যদিকে আবার [illegible] ঠাকুরের সহধর্মিনী হেমলতা দেবী 'পুরানো কথা'য় লিখেছেন-"সন্ন্যাস ধর্ম [illegible] তিনি প্রায়ই আমার স্বামীর কাছে আসতেন, কিন্তু পরে দেখা সাক্ষাৎ হত [illegible] টুকরো টুকরো এই ঘটনা সমূহ ঠাকুরবাড়ি-বিবেকানন্দের যোগাযোগের [illegible] তুলে দিলেও, এই সময়কালে রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের যোগাযোগের প্রশ্নে [illegible] তথ্যাদি সরবরাহে অনিচ্ছুক বলেই চিহ্নিত হয়েছে । বস্তুতঃ এ কারণেই [illegible] থাকা তথ্যাদির ভিত্তিতে রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ গবেষক তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী [illegible] তাঁর 'বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ : সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে' শীর্ষক এক [illegible] লিখেছেন-"সত্যই যদি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে নরেন্দ্রনাথের প্রায়ই [illegible] থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সেই সূত্রে এই কালেই রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর [illegible] আলাপাদি হয়েছিল। মধুসূদন, শেক্সপীয়ার, মিল্টন, দান্তে, শেলী প্রমুখদের [illegible] সাহিত্যরসের তত্ত্ববেত্তা তরুণ নরেন্দ্রনাথ উদীয়মান এই বঙ্গকবির কোন সৃষ্টিই [illegible] করেন নি, তা হতেই পারে না। আর তাঁরই বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে [illegible] তাঁর আলাপ হয় নি, তাও অসম্ভব"।[৪]

১৮৮১ সালে অবশ্য বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি আসার বিষয়ে স্পষ্ট [illegible] যাচ্ছে। রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থ কন্যা লীলাবতী দেবীর বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ [illegible] লিখেছিলেন যা গাইবার জন্য অনেকের সাথে নরেন্দ্রনাথও আহূত হন। [illegible] ছিল-'দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি', 'জগতের পুরোহিত তুমি', [illegible] এসেছ দোঁহে', যেগুলো রবীন্দ্রনাথ নিজে নরেন্দ্রনাথকে শিখিয়েছিলেন এবং [illegible] মিলিয়েছিলেন। ডঃ কালিদাস নাগ লীলাবতী মিত্রের ডায়েরী থেকে যে তথ্য [illegible] সেই একই তথ্য শ্রী প্রবোধ চন্দ্র সেন 'লীলাবতী মিত্র' গ্রন্থ থেকে সরবরাহ [illegible] এ প্রসঙ্গে লীলাবতী মিত্র গ্রন্থে যা পাওয়া যাচ্ছে তা হলো- "১৮৮১ সালের [illegible] শুক্রবার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহিত লীলাবতী দেবীর বিবাহ হয়। [illegible] শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিবাহের আচার্য ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, [illegible]মোহন দাস, কেদারনাথ মিত্র, অন্ধ চুনিলাল ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়গণ সঙ্গীত [illegible]করিয়াছিলেন।"[৫] যৌবনে নরেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিশেষ সখ্যের [illegible] যদি এটা হয় তবে প্রতিষ্ঠা করা কষ্টসাধ্য নয় যে, বিবেকানন্দ রবীন্দ্র সঙ্গীতের [illegible] বিশেষভাবে সচেতনই শুধু ছিলেন না, সে সময় তাঁর যথেষ্ট দুর্বলতাও জন্মে ছিল [illegible] সৃষ্টিতে। ছিল অশেষ শ্রদ্ধাবোধ। 'দিবা নিশি করিয়া যতন' গানটি ১৮৮৪